

তিপসাহির কালী

পণ্ডিত প্রেসে পাইবেন ।

মূল্য প্রতি কৌটা পাঁচ পয়সা ।

সকলো বোমবেভ্যো নমঃ ।



জঙ্গিপুত্র সংবাদ ।

১৭ই পৌষ বুধবার সন ১৩৪১ সাল ।

মুর্শিদাবাদে অন্নকষ্ট ।

বাংলা সরকারের বিবরণ ।

বাংলা দেশের কয়েকটা জেলায় বন্যা ও অনাবৃষ্টির জন্য দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে । এ বিষয়ে বাংলা গভর্নমেন্ট নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলি প্রচার করিয়াছেন । অনাবৃষ্টির ফলে মুর্শিদাবাদ জেলার ৫০০ বর্গ মাইল স্থানে প্রজ্বাদিগের কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে । এই অঞ্চলে সাড়ে ৩ লক্ষ লোক বাস করে । কান্দি মহকুমার অধিকাংশ গ্রাম ও জঙ্গিপুত্র মহকুমার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ উহার অন্তর্গত । মুর্শিদাবাদ জেলায় ৪ লক্ষ ১৬ হাজার একর জমীর মধ্যে ১ লক্ষ ৮০ হাজার একর জমিতে চাষ হইয়াছে । অনাবৃষ্টির জন্য দুর্দশাগ্রস্ত অঞ্চলে ১ লক্ষ ৬৯ হাজার একর জমীর মধ্যে মাত্র ৩২ হাজার একর জমিতে চাষ হইয়াছিল । মুর্শিদাবাদের জেলা বোর্ড ৪০০ বর্গ মাইল স্থানে সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন । কৃষকদিগকে ১ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা ঋণ দেওয়া হইবে, ৩ হাজার টাকা তাহাদিগকে দান করা হইবে ও গভর্নমেন্ট ৪০ হাজার টাকা ব্যয়ে পথ তৈয়ার করিয়া লইয়া বেকার লোকদিগকে কাজ দিবেন । জেলা বোর্ড হইতেও ২৫০০ টাকা দান করা হইবে ও সাড়ে ৩৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে পথ নির্মাণ করা হইবে । তাহার পর জঙ্গিপুত্র, লালবাগ ও সদর মহকুমায় বন্যার ফলে বহু শস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল । অনেক বাড়ী একেবারে পড়িয়া গিয়াছে—কতকগুলি ভগ্নাবস্থায় দণ্ডায়মান আছে । বাংলা গভর্নমেন্টের স্বাস্থ্য সচিব সার বি. এল. মিত্র ২৭শে হইতে ৩০শে নভেম্বর ৪ দিন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত মুর্শিদাবাদ জেলার নানাস্থান ঘুরিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন ।

চীনাবাদাম ।

গতদ্বয় ভারতবর্ষে প্রায় ১ লক্ষ একর জমিতে চীনা বাদামের চাষ হয় । ইহার অধিকাংশই বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত । বোম্বাই প্রদেশে, মাদ্রাজের প্রায় বিংশ জমিতে এবং বঙ্গদেশে অতি সামান্য পরিমাণে চীনা বাদামের চাষ হয় । বঙ্গদেশের মধ্যে মুর্শিদাবাদেই ইহার চাষ বেশী হয় । মুর্শিদাবাদের উচ্চ দোআঁশ মৃত্তিকা চীনা বাদামের পক্ষে অধিক উপযুক্ত । স্থান বিশেষে ইহাকে মাঠ বাদাম এবং মাঠ কলাই বলে ।

চীনা বাদামের জমি অনেকবার উত্তমরূপে চাষ করা আবশ্যিক । ভাল জমিতে অল্প চাষ দিলেই চলিবে । সাধারণতঃ এককুট পর্যন্ত গভীর করিয়া জমী চাষ করিতে পারিলে ভাল হয় । আমাদের দেশের লাঙ্গলের ক্ষুদ্র ফলাতে এত গভীর চাষ হওয়া অসম্ভব । এই জন্যই ফান্ডন মাসের প্রথম ভাগে প্রথমতঃ জমি কোদাল দিয়া কোপাইয়া, তৎপরে অন্ততঃ তিন চারিবার চাষ করিতে হয় । প্রত্যেক চাষের পর মই দেওয়া আবশ্যিক । বারংবার চাষ ও মই দিয়া এবং মাটি চূর্ণ করিয়া, মৃত্তিকা বিশেষরূপে আলগা করিতে হয় । বৈশাখ অথবা জ্যৈষ্ঠ মাসেও ফান্ডন মাসের মত দুই একবার চাষ ও মই দেওয়া আবশ্যিক । চৈত্র মাসের পর হইতেই মই দেওয়ার সঙ্গে

সঙ্গে আঁচর দিয়া জড়ন পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হয় । চীনা বাদামের জমি আঁচর জমির ন্যায় ঋতু বেশী চূর্ণ করিয়া আলগা করিতে পারা যায়, ততই বেশী চীনা বাদাম জন্মে । ফান্ডন মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত বছবার চাষ মই ও আঁচর দিয়া এবং চাকা ভাঙ্গিয়া মৃত্তিকা ধুলিবৎ করিতে হয় । তাহা না হইলে ফলের আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র । কৃষক মাত্রেই ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য ।

ভারত শাসন সংস্কার বিষয়ে খেতপত্রের প্রস্তাব সমূহ সম্পর্কে পার্লামেন্টের জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টের সারাংশ ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শাসন ও শৃঙ্খলা ।

প্রাদেশিক ক্ষেত্রে মন্ত্রীগণের দায়িত্ব বলিলে, আইন ও শৃঙ্খলার বিভাগ সমেত প্রাদেশিক গভর্নমেন্টের সকল বিভাগ মন্ত্রীদিগের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া বুঝায় । কিন্তু পুলিশ বাহিনীর আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণবর্তিতা সম্পর্কিত কোন বিষয়ে বাহাতে কোনরূপ রাজনৈতিক মতামতের চাপ আসিয়া না পড়ে, সেজন্য কমিটি বিবেচনা করেন যে পুলিশবিষয়ক আইনসমূহ ও তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলীর কোনরূপ সংশোধন করিতে হইলে গভর্নরের সম্মতি আবশ্যিক হইবে । গোপনীয় সংবাদের রিপোর্টাদির বিশেষভাবে রক্ষার জন্য ব্যবস্থা করাও তাঁহারা সঙ্গত মনে করেন ।

সম্ভাসবাদের দরুণ যে বিশেষ সমস্তার উদ্ভব হইতে পারে, উহা বিবেচনায় কমিটি মনে করেন যে সম্ভাসবাদের বিরুদ্ধে গভর্নমেন্টের সর্বপ্রকার কাণ্ডের নিমিত্ত গভর্নর নিজে যে পরিমাণ তার লওয়া আবশ্যিক বলিয়া বিবেচনা করিবেন, তাহা লইবার ক্ষমতা তাঁহার থাকি সঙ্গত । কমিটির মতে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের সময় পর্যন্ত অবস্থার বিশেষরূপ উন্নতি না হইলে বঙ্গদেশে এই ক্ষমতা অবিলম্বে পরিচালনের আবশ্যিক হইবে ।

প্রাদেশিক ভোটাধিকার ।

ভারতীয় ভোটাধিকার কমিটির রিপোর্টকে ভিত্তি করিয়া খেতপত্রে প্রাদেশিক ভোটাধিকারের প্রস্তাব হইয়াছে । উহার ফলে মোটামুটি, ৩,১৫,০০০ জ্রীলোক সহ, ৭০ লক্ষ ভোটারতার স্থলে ২২০ লক্ষ পুরুষ ও ৬০ লক্ষ জ্রীলোক ভোটার শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ সমগ্র জন-সংখ্যার শতকরা ৩ জনের স্থলে শতকরা ১৪ জন ভোটারতা হইয়াছে । কমিটির বিশ্বাস এই সকল প্রস্তাবের ফলে প্রতিনিয়মূলক নির্বাচন হইবে কিন্তু জ্রী ভোটারদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে কমিটি কয়েকটা প্রস্তাব করিয়াছেন । স্থানীয় গ্রুপ কর্তৃক পরোক্ষ নির্বাচনের প্রস্তাব নামঞ্জুর করিয়াছেন কিন্তু ভবিষ্যতে স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভাকর্তৃক ঐরূপ কোন পরিবর্তন পার্লামেন্টের অনুমোদনার্থে স্থপারিশ করিবার পক্ষে কোন প্রতিবন্ধক স্থষ্টি করা হয় নাই ।

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহ ।

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহ গঠন সম্বন্ধে খেতপত্রে যে সকল প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহাতে কোনরূপ পরিবর্তন করা হয় নাই । তবে বঙ্গদেশ, যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের ন্যায় অবস্থা বাস্তবিক একই প্রকারের এই হেতুতে মাদ্রাজ এবং বোম্বাইর জন্যও এক একটি বিত্তীয় সভার প্রস্তাব করা হইয়াছে ।

কমিটির মত এই যে প্রাদেশিক উচ্চ সভা কখনও একেবারে ভঙ্গ করা হইবে না । তবে নির্দিষ্ট সময় পরে পরে এক তৃতীয়াংশ সভ্য গদত্যাগ করিবেন ।

সাম্প্রদায়িক রোয়াদাদ ও পুণা চুক্তি ।

কমিটির নিশ্চিত মত এই যে বর্তমান সময়ে সাম্প্রদায়িক নির্বাচন অনিবার্য । প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলি গঠন করিতে যেরূপ ব্যবস্থা সাম্প্রদায়িক রোয়াদাদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তাহা অতি সূচিন্তিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়া কমিটি বর্ণনা করিয়াছেন ।

পুণার চুক্তি সম্বন্ধে কমিটির মত এই যে মহামান্য সম্রাটের গভর্নমেন্ট প্রথমে যে সকল প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহা সাধারণ সাম্প্রদায়িক সমস্তার পক্ষে অধিকতর ন্যায় ব্যবস্থা ছিল এবং অবনত জাতি সকলের বর্তমান অবস্থার তাহাদের পক্ষে অধিকতর সুবিধাজনক ছিল । কিন্তু এই চুক্তি সাম্প্রদায়িক রোয়াদাদের সংশোধনরূপে সকল কর্তৃপক্ষগণ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে বলিয়া কমিটির স্পষ্ট অভিমত যে ইহা এক্ষণে আর পরিত্যক্ত হইতে পারে না । যাহা হউক, তাঁহারা মনে করেন যে যদি কোন চুক্তি মূলে বঙ্গদেশে অবনত জাতিদিগের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলির সংখ্যা কিঞ্চিৎ হ্রাস করা যায় ও সম্ভব হইলে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অন্য প্রদেশে উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া যায়, তবে বঙ্গদেশে নূতন শাসনতন্ত্রের কাজ চলিবার পক্ষে সুবিধা হইবে ।

ক্রমশঃ

বোম্বাণী পত্র ।

নং ৪৯৮৮X—২৭শে ডিসেম্বর ১৯৩৪—যেহেতু বাংলা সরকারের মতে চট্টগ্রাম জেলার রাজজান থানার অন্তর্গত কুয়েপাড়া গ্রামের বাবু রত্নেশ্বর চক্রবর্তীর পুত্র বাবু শৈলেশ্বর চক্রবর্তী সম্পর্কে ১৯৩০ সালের বঙ্গীয় ফৌজদারী সংশোধক আইনের ২ ধারার ১ উপধারা অহুসারে আইনানুগভাবে হুকুম জারী করা যাইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করিবার যথোপযুক্ত কারণ আছে এবং

যেহেতু সপারিশদ গভর্নর বাহাদুর উক্ত ধারার অহুসারে ১৯৩৪ সালের ২রা আগষ্ট তারিখে বাবু শৈলেশ্বর চক্রবর্তীকে যে কোন স্থানে পাওয়া যায় তথায় যে কোন পুলিশ কর্মচারী বিনা ওয়ারেন্টে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া নিকটবর্তী ডিষ্ট্রিক্ট বা সেন্ট্রাল জেলের হেফাজতে রাখিবার হুকুম দিয়াছিলেন এবং

যেহেতু উক্ত বাবু শৈলেশ্বর চক্রবর্তীকে এখনও গ্রেপ্তার করা যায় নাই এবং উক্ত আইনের ২ ধারা অহুসারে উক্ত হুকুমনামা হাতে হাতে জারী করা হয় নাই এবং যেহেতু লোকাল গভর্নমেন্টের মতে উক্তরূপে জারী করিবার বিহিত চেষ্টা করা হইয়াছে,

সেই হেতু এক্ষণে সপারিশদ গভর্নর বাহাদুর ১৯৩০ সালের বঙ্গীয় ফৌজদারী সংশোধক আইনের ৩ ধারার ২ উপধারা অহুসারে উক্ত চট্টগ্রাম জেলার রাজজান থানার অন্তর্গত কুয়েপাড়া গ্রামের বাবু রত্নেশ্বর চক্রবর্তীর পুত্র বাবু শৈলেশ্বর চক্রবর্তীকে এই তারিখের ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত হুকুমনামা গ্রহণ করণার্থে চট্টগ্রামে চট্টগ্রামের পুলিশ স্পারিশটেণ্টের নিকট হাজির হইবার আদেশ দিতেছেন ।

এস, এন, রায়

এডিঃ সেক্রেঃ গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গল ।

বোম্বাণী পত্র ।

নং ৪৯৯০৬X—২৭শে ডিসেম্বর ১৯৩৪—যেহেতু বাংলা সরকারের মতে চট্টগ্রাম জেলার কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত সদরঘাট গ্রামের এবং আনওয়ারা থানার অন্তর্গত আনওয়ারা গ্রামের বাবু বিপিনচন্দ্র ভট্টাচার্যের পুত্র বাবু ভবতোষ ভট্টাচার্য ওরফে বোচা সম্পর্কে ১৯৩০ সালের বঙ্গীয় ফৌজদারী সংশোধক আইনের ২ ধারার ১ উপধারা অহুসারে আইনানুগভাবে হুকুম জারী করা যাইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করিবার যথোপযুক্ত কারণ আছে এবং

যেহেতু সপারিষদ গভর্ণর বাহাদুর উক্ত ধারা অনুবলে ১৯০৪ সালের ৩রা নভেম্বর তারিখে বাবু ভবতোষ ভট্টাচার্য ওরফে বোচাকে যে কোন স্থানে পাওয়া যায় তথায় যে কোন পুলিশ কর্মচারী বিনা ওয়ারেন্টে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া নিকটবর্তী ডিষ্ট্রিক্ট বা ম্যেজিস্ট্রেটের হেজারতে রাখিবার হুকুম দিয়াছিলেন এবং

যেহেতু উক্ত বাবু ভবতোষ ভট্টাচার্য ওরফে বোচাকে এখনও গ্রেপ্তার করা যায় নাই এবং উক্ত আইনের ২ ধারা অনুবলে উক্ত হুকুমনামা হাতে হাতে জারী করা হয় নাই এবং লোকাল গভর্ণমেন্টের মতে উক্তরূপে জারী করিবার বিহিত চেষ্টা করা হইয়াছে,

সেই হেতু এক্ষণে সপারিষদ গভর্ণর বাহাদুর ১৯০০ সালের বন্দী ফৌজদারী সংশোধক আইনের ৩ ধারার ২ উপধারা অনুবলে চট্টগ্রাম জেলার কোতওয়ালী থানার অন্তর্গত সদরঘাট গ্রামের এবং আনওয়ারা থানার অন্তর্গত আনওয়ারা গ্রামের বাবু বিপিনচন্দ্র ভট্টাচার্যের পুত্র বাবু ভবতোষ ভট্টাচার্য ওরফে বোচাকে এই তারিখের ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত হুকুমনামা গ্রহণ করণার্থে চট্টগ্রাম সহরে চট্টগ্রামের পুলিশ সপারিষটেটের নিকট হাজির হইবার আদেশ দিতেছেন।

এস, এন, রায়
এডি: সেক্রে: গভর্ণমেন্ট অব বেঙ্গল।

নীলামের ইস্তাহার।

চৌকি জঙ্গিপুর দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালত।
নীলামের দিন ১৮ই জানুয়ারী ১৯০৫।

১২৭৫ খাং ডি: কামেশ্বরনাথ লাল দীং দেং আঞ্জিৎ সেধ দীং দাবি ৭৬/৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে শ্রামপুর ৩-২০ শতকের কাত ১০৬/১৩ আ: ৩০, স্থিতিবান স্বত্ব।

১৩৯৭ খাং ডি: এ দেং তারেশ সাহ দীং দাবি ১৫৪/৩ থানা এ মৌজে মোড়গ্রাম ৩ ৩৫ কাত ২৪৮ ও জলকর ১৩ পাই একুনে জমা ২৫,১১ পাই স্থিতিবান স্বত্ব আ: ১০০

১৮৩৮ খাং ডি: শ্রীশ্রীগোপাল দেব ঠাকুরের দেবাইত কুমার প্রতিনাথ রায় দেং মহাজনী বিবি দাবি ১৯১/৯ থানা এ মৌজে বাদবপুর ৯৫ শতকের কাত ২৯/৩ আ: ৫, স্থিতিবান স্বত্ব

১৮৩৯ খাং ডি: এ দেং আইমা বিবি দীং দাবি ১৭১/৯ মৌজাদি এ ৮২ শতকের কাত ২/৩ আ: ১০, স্থিতিবান স্বত্ব।

১৮৪০ খাং ডি: এ দেং আবদুল আজিজ সেধ দাবি ২২/৩ মৌজাদি এ ৭৪ শতকের কাত ২৬৯ আ: ১০, স্থিতিবান স্বত্ব।

১৮৪১ খাং ডি: এ দেং আবদুল রহমান সেধ দাবি ৩২/৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে সাহাপুর ২৭ শতকের কাত ২/০ আ: ১০, স্থিতিবান স্বত্ব। ২নং লাট মৌজাদি এ মধ্যে ৭২ শতকের কাত ২০/৬ আ: ১০, স্থিতিবান স্বত্ব।

১৮৪২ খাং ডি: এ দেং পালান সাঁওতাল দাবি ২১/৩ থানা এ মৌজে হুরপুর ৩১ শতকের কাত ১/৩ আ: ২, স্থিতিবান স্বত্ব।

১৮৪৩ খাং ডি: এ দেং হরিচরণ সর্দার দাবি ২৫৬/৬ থানা এ মৌজে বাগানহাট ১০০৩ শতকের কাত ৩১/৩ আ: ১৫, স্থিতিবান স্বত্ব।

১৮৪৪ খাং ডি: এ দেং জেঠু মাঝি দাবি ২৩৬৩ থানা এ মৌজে সাহাপুর ৩২ শতকের কাত ১১/২ আ: ৫, স্থিতিবান স্বত্ব। ২নং লাট মৌজাদি এ মধ্যে ৩৪ শতকের কাত ১১/০ আ: ৫, স্থিতিবান স্বত্ব।

১৮৪৫ খাং ডি: এ দেং জোলা মাঝি দাবি ৩৮১/২ মৌজাদি এ ১-৩২ শতকের কাত ৬/০ আ: ২০, স্থিতিবান স্বত্ব।

১৮৪৬ খাং ডি: এ দেং মদলা মাঝি দাবি ১৮৬০/৬ মৌজাদি এ ১০ শতকের কাত ১/০ আ: ২, স্থিতিবান স্বত্ব।

২নং লাট মৌজাদি এ মধ্যে ৩৪ শতকের কাত ১৬৩ স্থিতিবান স্বত্ব আ: ৫

১৮৪৭ খাং ডি: এ দেং ববেদ সেধ দাবি ১২১০ মৌজাদি এ ২২ শতকের কাত ১/৬ আ: ৫, স্থিতিবান স্বত্ব।

১৪৪৮ খাং ডি: এ দেং অনন্তলাল ঘোষ দীং দাবি ৮৭, থানা এ মৌজে বাদবপুর ৩-২৭ শতকের কাত ১২৭/৩ আ: ৪০, রায়ত স্থিতিবান।

৪৭৩ মনি ডি: তারাপদ সরকার দেং ননীগোপাল মণ্ডল দাবি ১৫২/০ থানা এ মৌজে অঙ্গস্বার ৬-৫২ শতকের কাত ২৩৬/১০ ইহার মধ্যে দেসদারের ১০ রং অংশ, নীলাম হইবে রায়তী স্থিতিবান আ: ১০০

৫৩১ মনি ডি: এ দেং গোষ্ঠবিহারী মণ্ডল দাবি ৪১৫/৬ থানা এ মৌজে কুমুর্ষি ৩৪ শতকের কাত ২/০ আ: ৫, স্থিতিবান স্বত্ব ইহার উপস্থিত ঘর মাং চাল ছাপর কপাট চৌকাট দরজা জানালা তীর বরগা ইত্যাদি নগরী জিমা ও আকাঠা হুকুঠা বৃক্ষাদি সহ তলহু জমি নীলাম হইবে।

Suit No. 1442 of 1929.
IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT FORT WILLIAM IN BENGAL.
Ordinary Original Civil Jurisdiction.

Saroda Prosad Roy & others, vs. Apurba Krishna Roy & others.

To be peremptorily sold by the Registrar, High Court, Calcutta Original Side on Friday the 28th day of January 1935 at noon in suit No. 1442 of 1929 (Saroda Prosad Roy & others—vs.—Apurba Krishna Roy & others.)

Lot No. 1.—All that Putni Taluq known as Lot Nispikella under the Maharaja of Burdwan paying an Annual rent of Rs. 12651 2 a. 1 p.

Lot No. 2.—All that Putni Taluq being Lot Gafulia being Tauji No. 11 of the Burdwan Collectorate in the District of Burdwan the Putni rent payable in respect of the said Lot aggregating to Rs. 2080-11-6.

For particulars apply to the undersigned or to Messrs R. M. Sen & Dutt Solicitors of No. 9 Hastings Street, Calcutta

Registrar, O. S.
R. M. Sen & Dutt
Plaintiff's attorneys
No. 9 Hastings St.
Calcutta.

ছাদের জন্য লোহার কড়ি

বরগা, এঙ্গেল, করগেট, বলটু ইত্যাদি উচিত মূল্যে বিক্রয় করি।
সহর দরের জন্য পত্র লিখুন।

নিরঞ্জন এণ্ড কোং
প্রো: শ্রীমহিমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
৬৭৪ নং ট্রাণ্ড রোড, বড়বাড়ার, কলিকাতা।

বৈতন্যধানে স্থবিধা।

তীর্থস্থানে পাণ্ডাগণের জলুম তীর্থবাত্রীগণের পক্ষে বিরক্তি ও ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৈতন্যধানে এক পাণ্ডা বংশ আছেন তাহার খুব ভদ্র এবং নিরোভী ও বাত্রীগণের স্থবিধার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিয়া থাকেন। ষ্টেশনে নামিয়া তাহাদের নাম করিলে অন্য কেহ টানাটানি বা জলুম করিতে পারিবেনা।

৩হরিকজ পাণ্ডার বংশধর—
শ্রীহুবনেশ্বর পাণ্ডা ও যোগীন্দ্রনাথ পাণ্ডা।

বাড়ী ভাড়া।

রঘুনাথগঞ্জ হিন্দু ভদ্রলোকের বাসোপযোগী একখানি বাড়ী ভাড়া দেওয়া হইবে। বাড়ীতে ৬ খান ঘর, পায়খানা ও বাড়ীর সংলগ্ন পুকুর আছে। নিম্নবাক্যকারীর নিকট অস্থগ্জ্ঞান করুন।

শ্রীচণ্ডীদাস ধর
রঘুনাথগঞ্জ।

সস্তার রবার স্ট্যাম্প।

সকল প্রকার রবার স্ট্যাম্প এক সপ্তাহ মধ্যে সরবরাহ করা হয়। সমস্ত স্ট্যাম্পই কলিকাতায় প্রস্তুত এবং কলিকাতার অন্যান্য কারখানা অপেক্ষা জিনিষ ভাল অথচ দামে সস্তা। রবারের পকেট প্রেস, ডেটিং স্ট্যাম্প, সোলফ ইঙ্কিং প্যাড ও কালী সর্কদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

প্রাপ্তিস্থান—“পণ্ডিত-প্রেস”
পো: রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

শুভ সংবাদ।

হিন্দু মাত্রেয়ই শুভ বিবাহে বরকনের উপযুক্ত সজ্জার মধ্যে মির্জাপুরের গরদের সাড়ী, ধুতি, চাদর, ব্রাউজ পিস্ ও সর্কশকার জামার কাপড়ই সমধিক প্রসিদ্ধ ও মূল্য স্থূলত। বাহাতে জঙ্গিপুরে ঘরে বসিয়াই মির্জাপুরের সকল প্রকার বস্ত্র পাইতে পারেন তজ্জন্য রঘুনাথগঞ্জে একটা এজেন্সী স্থাপিত হইয়াছে। অর্ডার দিলে অতি সস্তর পছন্দমত কাপড় সরবরাহ করিয়া থাকি। ঠিকিয়ার কোন কারণ নাই। মির্জাপুরের দরে ঘরে বসিয়াই পাইবেন। সকল প্রকার মটকার ধুতি, সাড়ী, চাদর ও থান পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

নিবেদক—শ্রীঅবনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
!এজেন্ট
পো: রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
(শিবতলার সন্নিকট)

বৈজ্ঞানিক রবার জ্বা।

রবার কুশন (বেত-বোর বা শয্যাক্ত নিবাসক) প্রত্যেকটি ৭
রবার মোভন্ (অপারেশনে সার্কেলের ব্যবহার্য) জোড়া ৫
ফিঙ্গার ষ্টল্ (আঙ্গুলে পরিবার জন্য) প্রত্যেকটি ১/০
রবার ক্যাপ (গর্তরোধক ও সংক্রামক রোগ নিবারক) ডজন ৩
রবার পেশারী (ক্রী-ব্যবহার্য—বড়, মধ্যম, ছোট) প্রত্যেকটি ২
বিতারিত মূল্য-তালিকার জন্য পত্র লিখুন।
পি, বি, সাগ্নাই এজেন্সী,
পোষ্ট বক্স নং ১১৪০৪ কলিকাতা।



হকের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য
সংরক্ষণের অভিনব
প্রসাধন দ্রব্য

রেডিয়াম স্নো

শিশুদিগের কোমল চর্মে
নিরাপদে ব্যবহার
করা যায়।

হকের উপর অদৃশভাবে অতি সূক্ষ্মত
আবরণরূপে লাগিয়া থাকে। গ্রীষ্ম-
জনিত কষ্ট এবং চর্মরোগ হইতে
দেহকে রক্ষা করে।

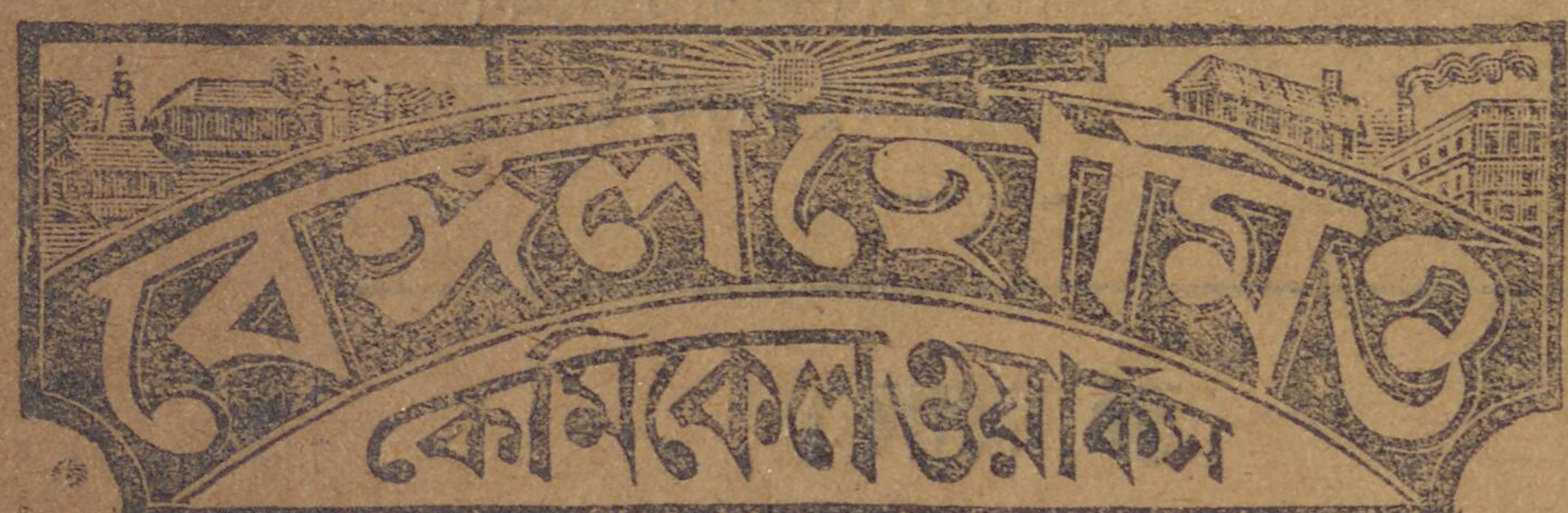
স্বনামধন্যা শ্রীমতী সরলা দেবী বলেনঃ—রেডিয়াম স্নো
দেখিতে সুন্দর, স্রাণে স্পর্শে কোমল। ইহার
আকার প্রকারের মৌর্খব বিলাতীর সমতুল। দেশী কার-
খানায় দেশী লোকের দ্বারা প্রস্তুত হইতেছে—না জানিলে
ইহাকে একটি শ্রেষ্ঠ বিলাতী বস্তু বলিয়া ভ্রম হইতে পারে।

(স্বাঃ) শ্রীসরলা দেবী।

প্রস্তুতকারক—
রেডিয়াম ল্যাবরেটরী
কলিকাতা।
ফোন—৩০৬২ বি, বি।

সোল এজেন্টস—
বসাক ফ্যাক্টরী
৩নং ব্রজচূলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন—২১৮৩ বড়বাড়ার।

সব দোকানে পাওয়া যায়।



পরীক্ষিত ঔষধাবলী
কৃত্তিক
বনস্তর প্রতিষেধক।
পেপ—অজীর্ণে ও অঙ্গে।
বিল—হিষ্টিরিয়ার ঔষধ।
লু—হাঁপানীর উপকারী।
হর—চুলকানি ও চর্মরোগে।
মূল্য প্রতি ড্রাম ১০ আনা।



সার্জারী জগতে যুগান্তর।

মহাত্মা আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র
অপেরিন ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী
বাগী, ফোড়া, কাকবিড়ালী, ঠুনুকা, মুখের ব্রণ,
পৃষ্ঠ ব্রণ, উরুস্তম্ভ, শীতলী কর্ণমূল প্রভৃতি যন্ত্রণা-
প্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা
জালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্য হয়।
মূল্য প্রতি শিশি ১২, ডজন ১২০ মাত্র।



ইহা সেবনে ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর, নূতন
পুরাতন জ্বর, পালি ও কম্প জ্বর, পিত্তজ্বরের জ্বর প্রভৃতি সর্বপ্রকার
জ্বর অতি সস্তর আরোগ্য হয়। ম্যালেরিয়া প্রসিদ্ধিত ব্যক্তি লিভার ও
প্লীহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ন্যায্য, শোথযুক্ত জীর্ণ শীর্ণ এমন কি অস্থি
চর্মনার হইয়াও এই দামোদের স্খা ব্যবহারে নিত্যই আরোগ্যলাভ
করিতেছেন। মূল্য ১০/০ প্লীহার মালিষ সমেত ১২

ফেরোকাল—বাবতীয় গণোরিয়া (মেহ, প্রমেহ) রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। আত্মকাল
প্রায় অধিকাংশ যুবক যুবতী এই রোগে আক্রান্ত হইয়া যৌবনে বার্কক প্রাপ্ত হন, এবং
নানাপ্রকার যন্ত্রণায় মর্ষণীভা ভোগ করেন এমন কি অনেকে জীবনে হতাশ হইয়া থাকেন।
ইহা ব্যবহারে উক্ত যন্ত্রণা প্রশ্রাবে জালা ও পূর্জ ২১৩ দিনে আরোগ্য করে। একটি
পিচকারীসহ প্রতি শিশি মূল্য ১৫/০ উক্ত ঔষধ সমুহ ভিঃ, পিতে লইলে মাশুলাদি স্বতন্ত্র লাগে।

সোল প্রোঃ **ডাঃ বিরায় প্রসাদ কোংকোরিস্টস** এজেন্টস—
ফতেপুর, পোস্ট গার্ডেন রীচ, কলিকাতা
ফোন—১৩৪১ সালের ক্যালেন্ডার বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে

ধবল বা খেতি (খেতকুষ্ঠ)

রোগের অব্যর্থ মহৌষধ ব্যবহার করিয়া অসংখ্য রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে,
কেহই নিষ্ফল হয় নাই। যে অঙ্গে যত দিনেরই রোগ হউক সপ্তাহে লাল হইয়া ক্রমে
নির্দোষ স্বাস্থী আরোগ্য হয়, পুনরাক্রমণের কোন আশঙ্কা থাকে না। ঔষধে কোন
ছুগন্ধ বা বিষাক্ত পদার্থ নাই। মূল্য তৈল ও চূর্ণ ২০ টাকা।

বহু এণ্ড সন্স
৫০/১এ, বকুলবাগান ১ম লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা।

বেঙ্গল আয়ুর্বেদিক ওয়ার্কসের



ম্যালেরিয়া ও সর্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ
নূতন জ্বর ১ দিনে, পুরাতন জ্বর ৩ দিনে আরোগ্য হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—চাঁদ মার্কা প্যাকের জাল ধরা পড়ায় উহার প্রতিকার্য
শিশির প্যাকিংএর কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছে। পূর্বে কেবলমাত্র সাদা কাগজে
নিয়মাবলী দেওয়া হইত এখন প্রত্যেক শিশির গায়ে হলুদ বর্ণের কাগজে পাতন প্রস্তু-
তের বিবরণ ছবি সমেত ও ব্যবহার বিধি এবং আমাদের কুইনাইন ট্যাবলেট, রেডিয়াম
স্নো প্রভৃতির বিবরণ ছাপিয়া পুস্তকাকারে দেওয়া হইয়াছে। গ্রাহকগণ এখন হইতে
বর্তমান প্যাকিং দেখিয়া মাল গ্রহণ করিলে নিরাপদ হইবেন এবং খাঁটি জিনিষ
পাইবেন।

সোল এজেন্টসঃ—

বসাক ফ্যাক্টরী—৩নং ব্রজচূলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

শ্রীযোগেশচন্দ্রশ্রীমোহনএমএ,এফসিএস(লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

ব্রাঞ্চঃ—শ্রীমবাজার (মার্কেট) কলিকাতা * ২১৩ বৌবাজার (কলিকাতা)
৬৭৪ ষ্ট্রীট রোড (বড়বাজার) কলিকাতা * চট্টগ্রাম * জমসেদপুর (সাকচী হাইওয়ে)
বিহার * তিনহুষ্টিয়া (আসাম) * গোহাটী (আসাম) * দিনাজপুর * পাটনা (বিহার) *
পাটনাটলী (ঢাকা) * বগুড়া * বর্ধমান * ভাগলপুর (বিহার) * মানিকগঞ্জ * মেদিনীপুর
রেঙ্গুন (২০২ লুইস ষ্ট্রীট) ব্রহ্মদেশ * লাহোর (পাঞ্জাব) * সিদ্ধাপুর (মালয় দেশ) *
লণ্ডন এজেন্সি—হাই-হল্‌বরন * কলম্বো (সিলোন)।

সর্ববিধ ঔষধ বিশুদ্ধভাবে ও আয়ুর্বেদশাস্ত্রমতে আমার নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত
হইতেছে। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে কাটালগ পাঠান হয়। বিস্তারিত অবস্থা জানাইলে
যন্ত্রের সহিত উপযুক্ত ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

মকরবজ (বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪ * বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ সের ৩
শুক্রেসঞ্জীবন সের ১৬ * অবলাবাক্রব যোগ ১৬ মাত্র ২২

হোমিও ঔষধ !

হোমিও ঔষধ !!

সস্তায় বিশুদ্ধ—বিশুদ্ধতার জন্য গ্যারান্টি।

সাধারণ শক্তি (potency) ৩, ৬, ৩০ প্রতি ড্রাম ৭/১৫, ২০০ প্রতি ড্রাম ১/০ মাত্র।
উৎকৃষ্ট ছুগার, গ্লোবি উল, কর্ক, শিশি ইত্যাদি বিক্রয়ার্থ মজুত আছে।

ডাক্তার শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র দাস (হোমিওপ্যাথ)

প্রাপ্তিস্থান—অটলবিহারী-শাখা-ঔষধালয়।

রঘুনাথগঞ্জ, চাউলপট, (মুর্শিদাবাদ)

কোলোনিয়াল কুইনাইন কোম্পানীর

“সি.কিউ.সি” কুইনাইন

ট্যাবলেট

ভারতের একমাত্র দেশীয় কুইনাইন প্রস্তুতের কারখানা।

কাঁচা মাল, পরিশ্রম, মূলধন ইত্যাদি ভারতের নিজস্ব। বিস্তারিত বিবরণ
ও দরের জন্য পত্র লিখুন।

সোল ডিস্ট্রিবিউটার—বসাক ফ্যাক্টরী ৩নং ব্রজচূলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।